দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 18/11/79 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

225

18/11/79

মজা নদীর সমস্যা

আমাদের দেশে নদী খননের সমস্যা পুরানো। কখন কোনকালে পরিকাল্পতভাবে নদী খনন করা হয়েছিল সে কাহিনী হয়ত কেউ বলতে পারবে না। আজ নদী খনন একটা তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। কোন নদীতে চর পড়লে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে নদী খননের প্রয়োজন দেখা দেয়। নদী খননের উদ্যোগও নেয়া হয়, বিশেষ করে জলপথে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করার জন্য নদী খননের এ উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ ছাড়াও সম্প্রতি কালে পানি সেচ ও ফসল উৎপাদনের জন্য নেয়া হয়েছে নদী খননের উদ্যোগ। তবে মুখ্যত এই উদ্যোগ স্বনির্ভর আন্দোলনের অঙ্গ। এই উদ্যোগের ফলেই খনন করা হয়েছে পুরান বক্ষ্মপুত্র ও যশোরের বেতনা প্রভৃতি। এখনও কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে নদী খননের প্রশ্ন আসেনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি নদী খননের প্রশ্নটি ভিন্নভাবে দেখা উচিত।

ইতিমধ্যে পাকশীতে পদ্মার নতুন চর পড়ার খবর এসেছে। খবরে বলা হয়েছে পানি প্রবাহ এমনি কমতে থাকলে গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্প বিপর্যস্ত হবে। নতুন চর পড়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। উল্লেখ্য, পাকশী ফেরী দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র সংযোগ সেতু। এই ফেরী বন্ধ হলে একটি দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

এ ছাড়া খবরের কাগজে মধুমতি নদী খননের দাবী উঠেছে। বর্ণনা করা হয়েছে মধুমতি তীরের অধিবাসীদের দুঃখের কাহিনী। মধুমতিতে চর পড়ার ফলে বরিশাল, ফরিদপুর, খুলনা ও যশোর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার জনগণ যোগাযোগের অভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। মধুমতি শুকিয়ে যাওয়ায় শুকনো মওসুমে খুলনা থেকে কোন লঞ্চ গোপালগঞ্জ হয়ে ঢাকা আসতে পারে না। যশোরের বিরাট এলাকা থেকেও কোন লঞ্চ বরিশাল বা ঢাকা যেতে পারে না। খুলনা থেকে মংলা হয়ে ঘাসিয়াখালীর খাল ঘুরে যেতে হয় বরিশালে। শুধুমাত্র ছোট ছোট লঞ্চ খুলনা-গোপালগঞ্জ, খুলনা-বরিশালের পথে যাতায়াত করে। এই লঞ্চও সবসময় যাতায়াত করতে পারে না। ভাটির সময় মাটিতে ঠেকে যায়। ফলে প্রতিটি লঞ্চকেই জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় প্রায় প্রতিদিন। সংস্কারের অভাবে খুলনার নগরকন্দ্র হয়ে প্রবাহিত মধুমতি শুকিয়ে মাঠে পরিণত হয়েছে অনেক আগে। মধুমতি শুকিয়ে যাবার ফলে বরিশালের পিরোজপুর মহকুমার হুলারহাট বন্দরের ভাবে শুকনো মওসুমে লঞ্চ যাতায়াত করতে পারে না। এই পিরোজপুর মহকুমা থেকে শুরু করে পশ্চিম খুলনা পর্যন্ত বিরাট এলাকার অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ বন্ধ থাকে বছরের অধিকাংশ সময়। বর্ষার মওসুমে কিছুদিনের জন্য এই এলাকায় বড় লঞ্চ যাতায়াত করে। এবার পানি কম হওয়ায় সে পাটও চুকে গেছে।

তাই এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী মধুমতি নদী খনন করা হোক এবং তাদের যাতায়াতের পথ সুগম করা হোক।

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, শুধুমাত্র মধুমতি নয় দেশের অনেক নদীই মজে গেছে। নদী মজে যাবার ফলে অনেক এলাকার লোকই ক্ষতিগ্রস্ত। আর এবারের ভয়াবহ খরার দরুন এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করব সামগ্রিকভাবে নদী খননের সমস্যাটি বিবেচনা করা হবে। আমাদের আবেদন যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেন এ ব্যাপারে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।